বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক খবর

তারিখ ... 27 JUL 1989
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ৭

651

এবারের এসএসসি পরীক্ষা এবং

২১-৭-৮৯ইং তারিখের 'দৈনিক খবর' পত্রিকার শিরোনামে ১৯৮৯ইং সালের এসএসসি পরীক্ষা পাসের হার কম'-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এতে বলা হয়েছে প্রাথমিকভাবে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা গেছে পাসের হার অত্যধিক কম এবং গ্রেস মার্ক দেয়ার পরেও স্বাভাবিকভাবে পাসের হার বাড়েনি। আরো বলা হয়েছে যে সব পরীক্ষার্থী এক বিষয়ে ফেল করবে তাদেরকে কমপার্টমেন্টাল পরীক্ষার সুযোগ দেয়ার চিন্তা-ভাবনা চলছে। এখানে আমার বক্তব্য এই যে, স্বাধীনতাত্তোর এদেশে নকল প্রবণতার জন্ম হয় এবং তা চলতে থাকে। এতদিন সকল স্তরের পরীক্ষার্থীরা নকল করে পাস করবে এই ছিল আকাংখা। তাই বই পড়ে কষ্ট করা থেকে বিরতথাকে।

বর্তমানে নকল প্রবণতা দূরীকরণের বহুল প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। তাই পাসের হার কমে গেছে। এভাবে পরীক্ষায় নকলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলে এবং নকল করতে দেয়া না হলে পাসের হার ভবিষ্যতে স্বাভাবিকভাবেই বাড়তে পারে। অতএব, কমপার্টমেন্টাল পরীক্ষা কিছু গ্রেস মার্ক দিয়ে পাসের হার বাড়ানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

মোঃ আবদুল বারী
গ্রাম ও ডাকঘরঃ পাঁচথুবী
উপজেলাঃ বরুড়া, কুমিল্লা।